বলশেভিক পার্টি
একটি
কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না

রুশ সামাজিক গণতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়েছিল ১৮৯৮ সালে কিন্তু, পরিশেষে ১৯০৩ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইহার দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইহা একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে কিন্তু, ভূমি দাসত্ব সহ প্রাক পুঁজিতন্ত্রী অবস্থাদি বিলীন করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী বিকাশের জন্য ৩৫ দফার একই কর্মসূচির একটি ঘোষণা সহ কিন্তু সাংগঠনিক নীতি ভিন্নতার কারণে একই কংগ্রেসে ছিল আর এস ডি এল পিকে বিভক্ত করার মাধ্যমে বলশেভিক পার্টি ও মেনশেভিক পার্টি উভয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন কংগ্রেস।

পার্টি সভ্যদের অবাধ ও ন্যায্য সম্মতি নয় তবে দৃশ্যত তেমন আবরণে কিন্তু, স্বৈরতন্ত্রের এক নিকৃষ্ট রূপ– গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার জন্য ছিলেন লেনিন। অতঃপর, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাকে বলশেভিক পার্টি ইহার সাংগঠনিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল বলে বলশেভিক পার্টি একটি স্বৈরতান্ত্রিক পার্টি।

কিন্তু, একটি কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র বিলীন করার মাধ্যমে কমিউনিজম ফলে, সমানদেও একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ–কমিউনিজম জয় করতে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি হচ্ছে

কমিউনিস্ট পার্টি তাই, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্টদের একটি পার্টি।

সুতরাং, কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্য প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক সমানভাবে সমান হিসাবে আচরিত হয় অতঃপর, পার্টি ফোরামে প্রত্যেকে নিজ পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদানে মুক্ত এবং তদানুযায়ী, কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে কমিউনিস্ট নীতি।

লেনিন ছিলেন বলশেভিক পার্টির মূল প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা এবং বিবৃত কংগ্রেসের অন্যান্য ডেলিগেটদের থেকে নিজেদেরকে অধিকতর ক্ষমতাবান বিবেচনা করার মাধ্যমে তিনি সহ মেনশেভিক নেতা– মারতুভ সহ আরো ৬ জন ছিলেন ২ ভোটের অধিকারী।

১৯১৮ সালে, যখন বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার শাসক দলে পরিণত হয়, তারা তাদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে অল রুশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি করে; ইউ.এস.এস আর প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৫ সালে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে ইহার পুনঃনামকরণ করা হয়েছিল এবং শেষত ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন(সিপিএসইউ) করা হয়।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সুবিধা নিয়ে একটি পরিকল্পিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বলশেভিক পার্টি রাতের বেলায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে এবং সেমতো লেনিন একটি সরকার গঠন করে এবং তার সরকারের অধীনে সাংবিধানিক সভার নির্বাচন পরিচালনা করে। কিন্তু, রাশিয়ার ভোটারগণ লেনিনের দলকে নিদারুনভাবে পরাজিত করে তার

সরকারকে পরিত্যাগ করে। মোট ভোটের মধ্যে বলশেভিক পার্টি পেয়েছিল ১৫% ভোট এবং ৭০৩ আসনের মধ্যে লাভ করছিল ১৬৮।

কিন্তু, লেনিন সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচনের রায় গ্রাহ্য করেননি এবং বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন ১নম্বও কর্মসূচি যা হচ্ছে এই: "জনগণের সার্বভৌমত্ব– অর্থাৎ এক কক্ষ বিশিষ্ট সভা গঠন করে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি আইন সভার নিকট সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সামগ্রীকভাবে কেন্দ্রীভূতকরণ।" বিবেচনা না করে এবং এমনকি স্মরণ না করে শেষত আইনগত কর্তৃত্বহীন ভাবে তিনি সাংবিধানিক পরিষদ বিলুপ্ত করেছিলেন।

অতঃপর, বর্ণিত ১ নম্বর কর্মসূচির সারমর্ম মতে ইহা পরিষ্কার যে লেনিন তার সরকার চালাবেন বা চালাবেন না তার অনুমতি দেওয়ার প্রকৃত কর্তৃপক্ষ ছিল জনগণের প্রতিনিধিদের সভা অর্থাৎ সাংবিধানিক পরিষদ। কিন্তু, গণপরিষদ নির্বাচনে চরম ভরাডুবির পর বর্ণিত কর্মসূচি অনুসরণে সংবিধান সভার জন্য তার নিজের দীর্ঘ সময়ের সংগ্রামকে উপেক্ষা করে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা কব্জা করার ঠিক পরে ভূমি বিষয়ে ইশ্যুকৃত তার নিজ ডিক্রি যাতে সে লিখেছিল " সংবিধান সভা কর্তৃক ভূমি প্রশ্নে ইহার পরিপূর্ণ এখতিয়ার নিস্পত্তি হবে।" তা অস্বীকার করে সংবিধান সভা ভেংগে দেওয়ার মতো হীনতম স্বৈরতান্ত্রিক কাজ করার মাধ্যমে ১৯০৬ সালের নিজ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম ডিক্টেটর– রাশিয়ার পতিত সম্রাট –জার অপেক্ষা শাসক লেনিন আরো ভয়ংকর স্বৈরাচারীতে পরিণত হয়েছিল।

অতঃপর, রাশিয়ায় ভূমি সংস্কারের জন্য লেনিনের বর্ণিত ভূমি ডিক্রি মতো লেনিন নয় বরং ভূমি প্রশ্ন নিস্পত্তিকরণে শুধুমাত্র এবং একমাত্র কর্তৃপক্ষ ছিল সাংবিধানিক পরিষদ।তার ফলে, সাংবিধানিক পরিষদ বিলুপ্তির মাধ্যমে লেনিনের বর্ণিত ভূমি ডিক্রি অকার্যকর হয়ে যায় কিন্তু লেনিন তা গ্রাহ্য করেননি বরং মেয়েদের জন্য সমান হিস্যা বরাদ্ধ না

করে তিনি তার পছন্দমতো ভূমি বন্টন করে সেক্সের দ্বারা মানবজাতির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন।

যাহোক, সাংবিধানিক সভার " জনগণের প্রতিনিধিদের" গরিষ্ট ভগ্নাংশের সাথে লেনিন একটা গৃহ যুদ্ধ মোকাবেলা ও বিজয় অর্জন করেছিলেন। ইতিমধ্যে, দাস সমাজের প্রভুদের স্বার্থ দেখা ও রক্ষা করতে দুনিয়ার প্রথম লিখিত কোড- বর্বর রাজা হাম্মুরাবীর কোড অপেক্ষা জঘন্য রুশিয়ার সোভিয়েত ফেডারেটিভ স্যোসালিস্ট রিপাবলিকের একটি বাজে সংবিধান -১৯১৮ জারী করেছিলেন লেনিন তার রাষ্ট্র - পুঁজিতন্ত্রের একটি বাজে রূপ - রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট্র গঠনে কিন্তু তা করতে তার কোনো বৈধ অধিকার ছিল না তবে তার রাষ্ট্রে শোষণের হার ছিল ইউ এস এ অপেক্ষা অধিকতর ।

তৎসত্ত্বেও লেনিন তার রাষ্ট্রকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করলেন যা ছিল সম্পূর্ণত অসত্য ও ভুয়া কিন্তু, পুঁজিহীন একটি সমাজ-সমাজতন্ত্র বিষয়ে মজুরি দাসদের বিভ্রান্ত করতে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বদ-মতলবজাত রাজনৈতিক প্রচারণা। উল্লেখ্য, কমিউনিজমের বিজ্ঞানের আবিষ্কারক মার্কস যা লিখেন তা হচ্ছে এই: " এই সমালোচনা যতদূও একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে, তা কেবল

প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সে শ্রেণীর ইতিহাসে যার কাজ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির উচ্ছেদ এবং সকল শ্রেণীর চূড়ান্ত বিলুপ্তি– সেটি শ্রমজীবী শ্রেণী।"– দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের উত্তরভাষ– ১৯৭৩, পুঁজি– প্রথম খন্ড.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p3.htm

অতঃপর, মার্কসের এই বিবৃতি হতে ইহা খুবই পরিষ্কার যে, শোষিত শ্রমিক শ্রেণী ও শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি– কমিউনিজম দ্বারা মুক্তির জন্য পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শ্রেণী সমূহকে অদৃশ্য করতে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে মূল্য , সেমতো উদ্বৃত্ত–মূল্য অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্নকারী– শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে একমাত্র শ্রেণী। তদানুযায়ী, শ্রেণীহীন–রাষ্ট্রহীন একটি সমাজ– কমিউনিজমের ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র।

আবার, পণ্য, পুঁজি, বেচা–কেনা, মজুরি দাসত্ব, শোষণ, শ্রেণী এবং শ্রেণী শাসন ইত্যাদি মুক্ত, সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ– কমিউনিজম দ্বারা মুক্তির জন্য একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মূলী কিন্তু পণ্য, পুঁজি, বেচা–কেনা, মজুরি দাসত্ব, শোষণ ইত্যাদি ভিত্তিক একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি– পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীকে বাতাসে নিক্ষেপ করতে ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক উভয়ে।

অতঃপর, কমিউনিস্ট লীগের বিধিমালায় বর্ণিত হয়েছে যা এই: "অনু.১। লীগের লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের উৎখাত করা, শ্রমজীবী শ্রেণীর শাসন, শ্রেণীগুলোর বৈরীতার উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন ও শ্রেণীহীন একটি নতুন সমাজের ভিত্তি বৃদ্ধ বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ সাধন।" সুতরাং, শ্রেণীহীন অর্থাৎ ঐ নতুন সমাজটি হচ্ছে শ্রেণী মুক্ত তাই ইহা রাজনৈতিক দল সমেত অন্যান্য সকল শ্রেণী হাতিয়ারসমূহ এবং রাষ্ট্র মুক্ত একটি নতুন সমাজের জন্য " বৃদ্ধ" পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে বিলোপ করার জন্য ছিল কমিউনিস্ট লীগ।

অতঃপর, ইহা খুবই পরিষ্কার যে পুঁজিতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যখানে কোনো সমাজ নাই বরং পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পুঁজি, মজুরি দাসত্ব, শোষণ ইত্যাদি ছাড়া একটি সমাজ– কমিউনিজমের ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র।

সুতরাং, সমাজতন্ত্র/কমিউনিজমে কোনো শাসক নেই, কোনো নেতা নেই, কোনো বীর নেই, কোনো গাইড নেই, কোনো স্বৈরশাসক নেই, কোনো গুরু নেই, কোনো চিরন্তন প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি নেই। উল্লেখ্য, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তিও হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি এবং তদানুযায়ী, পুঁজিতন্ত্রের একটি নষ্ট রূপ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র তবে, সরাসরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে শ্রমিকদেও প্রথাগত অধিকার অস্বীকার করার মাধ্যমে শোষণের ফল–পুঁজি উৎপন্নকারী–মজুরি দাসদের দামাদামি করার ক্ষমতা অস্বীকার করে শোষণের হার সর্বাধিক করতে উপকারী। এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের অক্টোবর, ১৮৬৪ সালের

সাধারণ নিয়মাবলীতে বিবৃত হয়েছে যা এই: – " যেহেতু, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অবশ্যই অর্জিত হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের কর্তৃক; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম যার অর্থ শ্রেণী সুবিধা ও একচেটিয়ার জন্য একটি সংগ্রাম নয় তবে, সমান অধিকার ও দায়িত্বের জন্য, এবং সকল শ্রেণী শাসনের বিলোপ সাধন; শ্রমের উপায়ের একচেটিয়াকারীদের নিকট শ্রমের মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতা, অর্থাৎ জীবনের উৎস, দাসত্বের সকল রূপের তলদেশে অবস্থান করে, সকল সামাজিক দুর্দশা, মানসিক অপকৃষ্টতা এবং রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা; অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে মস্ত সমাপ্তি যাতে উপায় হিসাবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন অধস্তন হবে: প্রত্যেক দেশে বহুমুখি শ্রম বিভাজনের মধ্যে সংহতির অভাব, এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার একটা ভ্রাতৃীয় বন্ধনের একীভবনের অনুপস্থিতিতে মস্ত সমাপ্তির উদ্দেশ্যে এ যাবৎ কালের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে: শ্রমিকের মুক্তি স্থানীয়ও নয় জাতীয়ও নয় , তবে একটা সামাজিক সমস্যা, সকল দেশের অন্তর্ভুক্ত যাতে আধুনিক সমাজ বিদ্যমান, এবং ইহার সমাধানের জন্য নির্ভরতা হচ্ছে খুবই প্রাগ্রসরমান দেশগুলির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐক্যমত; ইউরোপের সবাধিক কর্মোদ্যোগী দেশগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুভ্যুদয়, যখন একটা নতুন আশার জাগ্রত করেছে, পুরোনো ভুলের মধ্যে পুনরায় পতিত হওয়ার বিষয়ে গম্ভীরভাবে সতর্ক করছে, এবং এখনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলোর আশু সংযুক্তির আহবান জানাচ্ছে; সেহেতু–

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। "

অতঃপর, অত্র বিধিমালা হতে ইহা খুবই পরিষ্কার যে একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে গঠিত হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিক কিন্তু একাকী এক দেশে ইহা সম্ভব নয় কারণ, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি অতঃপর, ইহা নির্ভর করছে খুবই উন্নত দেশগুলোর প্রয়োগিক ও তাত্ত্বিক সম্মতির উপর যা কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে–"প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া।" পৃষ্ঠা–৪৮, আই সি ডব্লিউ এফ কর্তৃক প্রকাশিত।

সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতি মতো অসম বিকাশের একটি শোষণমূলক কিন্তু একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি– বুড়ো পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অধীনে কোনো দেশেই ভূমি দাসত্ব সমেত প্রাক–পুঁজিতন্ত্রী ব্যাবস্থাদি নিশ্চিহ্ন করতে কোনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু, উপরোক্ত বিবৃতিকে বিবেচনা ও গ্রাহ্য না করে বরং বলশেভিক পার্টি গঠিত হয়েছিল ইহার প্রতিষ্ঠাকালীন ৩৫ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে শোষণের হারকে সর্বাধিক বাড়িয়ে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশ সাধনে। উল্লেখ্য, মজুরি দাসদের শোষণ করার মাধ্যমে অপরিশোধিত শ্রম–পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পুঁজিবাদী বিকাশে যিনি কাজ করেন তিনি একজন পুঁজিপতি।

সুতরাং, বর্ণিত ৩৫ দফা কর্মসূচির হেতুবাদে বলশেভিক পার্টি ছিল একটি পুঁজিতন্ত্রী দল।

ঐ সময়ে রাশিয়ায় বিদ্যমান প্রাক–পুঁজিতন্ত্রী অবস্থাদিও অপ্রাপ্য সুবিধাভোগী তবে শোষকদের পরাজিত করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী শোষকদের স্বার্থের সেবা করতে গঠিত হয়েছিল বলশেভিক পার্টি এবং বলশেভিক পার্টির একই বিবৃতিতেও ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি– একটি কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক শোষকদের স্বার্থের সেবা করার প্রশ্ন মোটেই উঠতে পারে না। সুতরাং, বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

যাহোক, প্রথম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে কাজ করতে একটি প্রতিশ্রুতি সহ ১৮৮৯ সালে গঠিত কথিত ২য় আন্তর্জাতিককে অনুসরণ ও গ্রাহ্য করেছিল বলশেভিক পার্টি। কিন্তু, তথাকথিত জাতি সমূহের আত্ম– নিয়ন্ত্রণ অধিকার যা হচ্ছে সম্পূর্ণত কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কিন্তু, শ্রমিকদের শ্রেণী পরিচয় এবং শ্রেণী স্বার্থ বিষয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে খুবই কার্যকরী; এবং

দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে জাতি দ্বারা ভাগ করতে এবং তাদেরকে দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে খুবই ব্যবহারোপযোগী রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে ২য় আন্তর্জাতিক। কিন্তু, মুক্তির জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য।

অতঃপর, মুক্তির জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে শ্রমিক শ্রেণীর একটি দল হচ্ছে একটি অপরিহারযোগ্য শর্ত।

প্রকৃত পক্ষে, তথাকথিত জাতি সমূহের আত্ম–নিয়ন্ত্রণ অধিকারের মতো রাজনীতির পরিণতিতে শেষত ২য় আন্তর্জাতিক বিলীন হয়েছিল তবে, তথাকথিত জাতীয় মুক্তির এমন বিপজ্জনক রাজনীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক নেতারা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আড়াল ও মাটি চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, বলশেভিক পার্টি ইহার ৩৫ দফা কর্মসূচিতে একই রাজনীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করেছিল যা হচ্ছে এইঃ "৯। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সহ সকল জাতির আত্ম–নিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য।"

অতঃপর, ক্ষয়িষ্ণু পুজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে ২য় আন্তর্জাতিককে অনুসরণ করে উপরে বর্ণিত ৩৫ দফার ৯ নং দফা গ্রহণ করার মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আড়াল, পেছনে ফেলা ও মাটি চাপা দিতে বলশেভিক পার্টি গঠিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য, জাতি নয় বরং পুঁজির উৎপাদক হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী এবং পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রোডাক্ট হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী।

তাই, শ্রমিকদের কোনো জাতি এবং দেশ নাই বরং পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিলীন করে তাদের শিকল হারিয়ে জয় করতে তাদের আছে একটি বিশ্ব। সুতরাং, শ্রমিকদের স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ উপেক্ষা ও অস্বীকার করার মাধ্যমে এরূপ জাতি সমূহের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য কাজ করার কোনো আবশ্যকতা শ্রমিকদের নাই।

সন্দেহ নাই, একজন শ্রমিক যে পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে তার শ্রম–শক্তি বিক্রি করে তার পরিচয় কেবলই একজন শ্রমিক। হতে পারে একজন শ্রম–শক্তির ক্রেতা ও একজন শ্রম–শক্তির বিক্রেতার ভাষা একই কিন্তু তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে একই ভাষায় কথা বলে বা একই ধর্মে বা একই এলাকায় তারা বাস করে বিধায় বর্ণিত শ্রম–শক্তির ক্রেতা বর্ণিত শ্রম–শক্তির বিক্রেতাকে শোষণ করে না। বরং, শ্রমিকদেরকে শোষণ করতে একজন পুঁজিপতি হচ্ছে একজন পুঁজিপতি আর শোষক পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত একজন শ্রমিক হচ্ছে একজন শ্রমিক এবং সেমতো, মৃত শ্রম–পুঁজির জন্ম শর্তে শোষক পুঁজিপতিদের এবং শোষিত মজুরদের উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক। কিন্তু,অপরাপর দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর একটা ভগ্নাংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একটা জাতি বা দেশের শোষক এবং শোষিত উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য হচ্ছে তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি।

সুতরাং, শোষক পুঁজিপতিদের এবং শোষিত শ্রমিকদেও মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের যেকোনো নীতি শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য সহায়ক কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর জন্য খুবই বিপজ্জনক এবং স্বয়ংঘাতি।

উপরন্ত, জাতীয়তার পরিণতি বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টিও ইস্তেহারে সঠিকভাবে বিবৃত হয়েছে যা হচ্ছে এই: “ বুর্জোয়াদের বিকাশে, বাণিজ্যের স্বাধীনতায়, বিশ্ব বাজারে, উৎপাদন পদ্ধতিতে সমরূপতায় এবং জীবনের অবস্থাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণভাবে অধিক হতে অধিকতরভাবে প্রতিনিয়তই জনগণের মধ্যেকার জাতিগত পার্থক্য ও

বৈরীতা অদৃশ্য হচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য তাদের আরো দ্রুত অদৃশ্য হওয়ার কারণ হবে।”

অতঃপর,বর্ণিত বিবৃতি দ্বারা ইহা খুবই পরিষ্কার যে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি নিজেই জাতীয়তার ধারণাকে বিলুপ্ত করছে এবং শেষত শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে জাতি ও জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিকতা ইত্যাদি পরিচয় হতে মুক্ত হবে সমগ্র মানবজাতি। কিন্তু, জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিকতা ইত্যাদি বিলুপ্তকরণে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি হতে সৃষ্ট এবং তদানুযায়ী, জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিকতা ইত্যাদি ধারণা বিলুপ্তিকরণে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদি–(১) পুনরুৎপাদন ;এবং (২) সঞ্চালন দ্বারা স্বক্রিয় শক্তি ও ক্ষমতার একটি স্রোত –সমাজের প্রাগ্রসর স্রোতের বিরুদ্ধে ছিল ২য় আন্তর্জাতিক এবং বলশেভিক পার্টি উভয়ে বর্ণিত এই ঐতিহাসিক স্রোতের চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মূলে কিন্তু জাতি, নৃতাত্ত্বিক, আদিবাসী, অভিবাসী, ভাষা, ধর্ম, ধর্মীয় মত, বর্ণ,সেক্স, রাজ্য ইত্যাদি দ্বারা মানবজাতিকে বিভক্ত করার বিদ্যমান সকল রাজনৈতিক ধারণা নিশ্চিহ্ন ও হ্রাসকরণের মাধ্যমে বৈষম্য ও বিভেদ হতে মুক্ত একটি একক ও অবিভক্ত মানব জাতি তদানুযায়ী সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের পরিচয় হচ্ছে কেবলমাত্র এবং একমাত্র মানুষ। তাই, ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরানোর চেষ্টা করেছিল বিধায় ২য় আন্তর্জাতিক এবং বলশেভিক পার্টি উভয়ে কেবল রক্ষণশীলই নয় বরং তারা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং, বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

কর্মসূচির ২ নং দফা হচ্ছে এই: " ২। আইন সভা এবং স্বশাসিত–সরকারের সকল স্থানীয় কাঠামো উভয়ের নির্বাচনে সকল নাগরিক এবং ২০ বছরে উপনীত নাগরিকদেও প্রত্যক্ষ, সমান এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার; নির্বাচনে গোপন ব্যালট; যেকোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় নির্বাচিত হতে প্রত্যেক ভোটারের অধিকার; দ্বিবার্ষিক সংসদ; জনপ্রতিনিধিদের পারিশ্রমিক।" কেবল একটি পুঁজিতন্ত্রী গণতান্ত্রিক কর্মসূচি কিন্তু, লেনিনবাদী কোনো রাষ্ট্রে কোনো নাগরিক এমন অধিকার ভোগ করছে না এবং সন্দেহাতীতভাবে ইউ এস এস আর এর নাগরিকেরা ইহার শেষদিন পর্যন্ত এমন অধিকার হতে সম্পূর্ণত বঞ্চিত হয়েছে।

সুতরাং, বর্ণিত কর্মসূচির ২নং দফার হেতুবাদে বলশেভিক পার্টি ছিল একটি পুঁজিতন্ত্রী পার্টি তাই ইহা একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

৫নং দফা হচ্ছে এই: " বিবেক, মত, প্রকাশনা এবং সমাবেশের নির্বাধ স্বাধীনতা, ধর্মঘটের স্বাধীনতা এবং সমিতির স্বাধীনতা।" নিশ্চয়ই, এগুলো হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু, লেনিনের রাষ্ট্রের প্রকৃত ছবিটা কি ছিল? এমনকি বিনা বিচারে হত্যা করা, গুলি করা , গ্রেফতার করা এবং শ্রম শিবিরে আটক রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে গণ নিপীড়ন, মজুরি দাস ও প্রতিপক্ষদের দমন করার এক মন্দ পরিস্থিতি ছিল লেনিনের রাষ্ট্রে।

বস্তুত পক্ষে, ইউ এস এস আর ছিল একটি একক পার্টি পদ্ধতির রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোও একই রকম। লেনিন তার পার্টিতে কোনো প্রকার ভিন্ন মত অনুমোদন করেননি এমনকি কথিত শান্তি চুক্তি–

ব্রেস্ট–লিটোভস্ক চুক্তি যা ছিল জার্মানীকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার মাধ্যমে রাশিয়ার বিশাল ক্ষতির কারণ তবে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে সপ্তাহের ৭ দিনের ২৪ঘন্টা মস্কো বন্দর ব্যবহার করে রাশিয়ার বাজারে জার্মান পুঁজিপতিদের পণ্য রপ্তানী করার স্বার্থের জন্য সেই চুক্তি বিষয়ে যারা লেনিনের সাথে দ্বিমত করেছিল সেই সকল নেতাদের বামপন্থার শিশুসূলব রোগী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে তার দল হতে বহিস্কার করেছিলেন।

উল্লেখ, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কারণ ছিল ১৯০৩ সালের মহা মন্দা এবং জার্মানীর পুঁজিপতিরা বিশাল মজুতে ভোগছিল তাই, বিশাল মজুতের বিশাল ভরের বিশাল চাপ হতে পরিত্রাণ পেতে নতুন বাজার কব্জা করার জন্য দেশগুলো কব্জা করার জন্য প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু করেছিল জার্মানী। সত্যিই, একজন রাজনৈতিক যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা কব্জা করতে চেষ্টা করে তখন সে একজন নায়ক কিন্তু যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন সে একজন হিংস্র ভিলেন ।

শোষিত মজুরি দাসদের দমন করার মাধ্যমে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ দেখা ও রক্ষা করতে ফ্রান্সের শ্রমিকদের সংঘ ও সমাবেশের বিরুদ্ধে ছিল বিপ্লবী সরকার তবে ১৭৮৯ সালের ঐতিহাসিক ফ্রান্স বিপ্লবের অনুসরণ করে ১৩ নং দফা ছিল এমনঃ “ ১৩। রাষ্ট্র হতে চার্চের পৃথকীকরণ এবং চার্চ হতে স্কুল।” সুতরাং, ১৩ নং দফাটি ছিল একটি পুঁজিতন্ত্রী কর্মসূচি।

যাহোক, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে বর্ণিত হয়েছে যা এইঃ “প্রথাগত ভাবগুলোর সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব ;

আশ্চর্য নয় যে ইহার বিকাশ প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদ জড়িত।” পৃষ্ঠা–৫০, আই সি ডব্লিউ এফ কর্তৃক প্রকাশিত।

অতঃপর, ইহা খুবই পরিষ্কার যে শোষকদের স্বার্থ দেখতে শোষক শাসক শ্রেণীসমূহের উৎপন্ন– মতাদর্শ, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি হতে মুক্ত একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম। সন্দেহ নাই, শোষক শাসক শ্রেণী কর্তৃক পত্তনকৃত বিদ্যমান সকল প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণত মুক্ত হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের প্রতিস্থাপন– কমিউনিজম।

সুতরাং, বর্ণিত ১৩ নং দফা– একটি পুঁজিতন্ত্রী কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি হওয়ার কোনো কারণ নাই।

বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাপের ১৬ ও ৫ দফা সর্বমোট ২১ দফার কর্মসূচির সারসংক্ষেপ ও তাৎপর্য হচ্ছে এই যে কৃষক সহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের স্বার্থের জন্য ইহা গঠিত হয়েছিল এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা কব্জা করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করে ইহার বিবৃত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে আয় ও ব্যয় করতে পার্টিটি প্রগতিশীল কর নীতির পক্ষে ছিল ফলে, ইহা মজুরি দাসত্ব, বেচা–কেনা, পণ্য উৎপাদন, পুঁজি, কর, খাজনা, সুদ, শোষণ, শ্রেণী এবং শ্রেণী শাসন ইত্যাদি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিল না ।

উল্লেখ্য, একটি রাষ্ট্রের খরচ ও ব্যয় কিছু না তবে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উৎপন্ন উদ্বৃত্ত–মূল্যের একটা অংশ। অতঃপর, বর্ণিত ৩৫ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বলশেভিক পার্টি যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক ও আগ্রহী তার খরচ হচ্ছে মুনাফা, সুদ,খাজনা, কর ইত্যাদির সর্ব মোট অথবা, একটি পণ্যের দাম হতে পণ্যটির উৎপাদন খরচ তথা স্থায়ী পুঁজি ও অস্থায়ী পুঁজির পরিমাণ বাদ দেওয়ার ফল– উদ্বৃত্ত– মূল্যের একটি অংশ বটে।

তাই, শোষিত শ্রমিকদের খরচে রাশিয়ার মজুরি দাসদের দমন ও পীড়ন করতে কথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকদের স্বার্থের সেবা করতে গঠিত হয়েছিল বলশেভিক পার্টি। উল্লেখ্য, রাষ্ট্র কিচ্ছু না বরং শোষক শাসক শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তিশালী দমনমূলক অস্ত্র।

কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি হচ্ছে কমিউনিজম এবং সন্দেহাতীতভাবে, মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক লিখিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের বিবরণ মতে কমিউনিজম হচ্ছে বেচা–কেনা, পুঁজি, মজুরি দাসত্ব, শোষণ, পরিবার, শ্রেণী এবং শ্রেণী শাসনের জন্য রাষ্ট্র, রাজনীতি, মতাদর্শ ইত্যাদি সমেত শ্রেণী হাতিয়ারাদি হতে মুক্ত।

যাহোক, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার বিবৃত করেছে যা হচ্ছে : " নিম্ন মধ্য শ্রেণী, ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাক্টসারার, দোকানদার, কারিগর, কৃষক, এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ হিসাবে বিলোপনের কবল হতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে। সেই কারণে, তারা বিপ্লবী নয় বরং তারা রক্ষণশীল। অধিকন্ত তারা প্রতিক্রিয়াশীল

কেননা তারা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরানোর চেষ্টা করে।"১ম অংশ, পাতা-৩০, **ICWF @ www.icwfreedom.org .** কর্তৃক প্রকাশিত।

অতঃপর, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের বর্ণিত বিবরণ মতো বলশেভিক পার্টি ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি কারণ, উপরোল্লেখিত ১৬ এবং ৫ দফা সহ ইহা ছিল "প্রতিক্রিয়াশীল" কৃষক সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তিওয়ালাদের স্বার্থের সেবা করতে।

সন্দেহ নাই, একটি পুঁজিতন্ত্রী দলের কোনো ক্রিয়া কমিউনিস্ট কাজ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। উল্লেখ্য, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা- মজুরি দাসত্বের পদ্ধতি বিলীন করার মাধ্যমে শোষণ সমাপ্তকরণে মজুরি দাসত্ব শেষ করতে ইহার বিরুদ্ধে যে কোনো ক্রিয়া হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী কাজ। অতঃপর, একটি কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হচ্ছে একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে শেষ ও চূড়ান্ত শ্রেণী বিভক্ত সমাজ- পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি-কমিউনিজমের মাধ্যমে সমাজকে মুক্ত করার মাধ্যমে দুনিয়ার সকলের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসন শেষ করতে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ শেষ করতে মজুরি দাসত্বের পদ্ধতি শেষ করতে মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে কাজ করা ।

সুতরাং, বলশেভিক পার্টিকে একটি কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে বিবেচনা করার প্রশ্ন কোনোভাবেই উঠে না। বরং, বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন বিবৃতি মতে ইহা একটি খুবই প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি।

কমিউনিজমের জন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে কাজ করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি তাই ইহা একটি বৈশ্বিক পার্টি কিন্তু বলশেভিক পার্টি ছিল একটি রুশিয়ান পার্টি। সুতরাং, বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি শ্রেণী পার্টি কিন্তু বলশেভিক পার্টি ছিল একটি বহু-শ্রেণীর পার্টি। সুতরাং, বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

শ্রমিক শ্রেণী হতে পৃথক ও আলাদা কোনো স্বার্থ কমিউনিস্ট পার্টির নাই কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তিওয়ালাদের স্বার্থের সেবা করার জন্য গঠিত হয়েছিল বলশেভিক পার্টি। তাই, বলশেভিক পার্টি ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী দল।

সুতরাং, বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

আর এস ডি এল পি'র ১৯০৩ সালের কংগ্রেসের ৪৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে লেনিন সহ ৭ জনের ছিল ২ ভোট যা ছিল পুঁজিতন্ত্রী গণতন্ত্রের মূল্যবোধের বিপক্ষে তবে ধারণাটি শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ারের পরিমাণের ভিত্তিতে পুঁজিতন্ত্রী কোম্পানীর পরিচালকদের বোর্ড নির্বাচন করার ভোটিং পদ্ধতির অনুরূপ। দাসত্বের সমাজের রাজনৈতিক বোধকে অনুসরণ করে বর্ণিত ৭ জন প্রতিনিধির আধিপত্য

স্বীকার করার মাধ্যমে বর্ণিত কংগ্রেস একই বৈষম্যমূলক নীতি কবুল করেছে। তাই, দাস সমাজের প্রভুদের রাজনৈতিক বোধ সহ বলশেভিক পার্টি ছিল একটি পুঁজিতন্ত্রী দল।

সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট পার্টি নয় বরং একটি গণতান্ত্রিক পার্টি হিসাবে চিন্তা ও বিবেচনা করার উপযুক্ত নয় বলশেভিক পার্টি।

শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা ও দ্বিচারী শ্রেণী চরিত্র ধারণ করে গণতন্ত্র, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সমাবেশ ও মত প্রকাশের অবারিত স্বাধীনতার অধিকার, নির্বাচিত আইন সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মসূচি উপেক্ষা ও অস্বীকার করে একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে বলশেভিক পার্টি এমনকি ইহার সমর্থক ও কর্মীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চিত করেছে।

উল্লেখ্য, শোষকেরা কেবলমাত্র শোষক নয় বরং এমনকি শোষণ বিষয়েও মিথ্যাচারী। মিথ্যাবাদীরা অবশ্য প্রতারক, জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক এবং আরো অনেক কিছু। লেনিন তাই করেছে এমনকি তার রাষ্ট্র– একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক হিসাবে দাবী করা বিষয়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে তার দল–বলশেভিক পার্টির নাম পরিবর্তন করা বিষয়ে যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এমন কি, লেনিন কর্তৃক প্রস্তাবিত, বর্ণিত কমিউনিস্ট পার্টিও ১৯২১ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করার জন্য রুশিয়ান সোভিয়েট ফেডারেটেড স্যোসালিস্ট রিপাবলিকের সংবিধান–১৯১৮ লঙঘন কওে লেনিন নেপ (নয়া অর্থনৈতিক নীতি) গ্রহণ করেছিল।

সুতরাং,বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না তবে, শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর মালিকানাধীন কিন্তু, শোষিত মজুরী দাসদের দ্বারা সৃষ্ট শোষণের ফল– পুঁজি উৎপন্নে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা– একটি স্ববিরোধী পদ্ধতি হতে উৎপত্তিকৃত প্রচুর স্ব–বিরোধিতা সহ শোষক তবে অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণীকে অনুসরণ করে স্ব–বিরোধী চরিত্র সহ পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের একটি পার্টি।

ফলে, কোনো লেনিনবাদী দল বা বলশেভিক পার্টি হতে উৎপত্তিকৃত কোনো পার্টি বা বলশেভিক পার্টিও উত্তরাধিকার বহন করে তেমন কোনো পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয় বরং, সকল লেনিনবাদী দল হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবক ।

নতুন সমাজ– কমিউনিজমের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্তাদির স্রষ্ট্রা তবে নিশ্চিত অনিশ্চয়তার একটি সমাজ–পুঁজিতন্ত্র রক্ষা করতে একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হতে বৈশ্বিক ভাবে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে বলশেভিক পার্টির দীর্ঘকালীন সুপ্রিম নেতা –লেনিনবাদী বড় মোড়ল –জে.ভি.স্তালিন সমেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ীরা হালে মরণাপন্ন অবস্থা সহ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের রাজনীতি সহ ব্যর্থ কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক– আই এম এফ সহ কতিপয় বিশ্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু, পুনঃ নামকরণ করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে লেনিন তার পার্টিকে দাবী করেছিলেন যা ছিল সম্পূর্ণত মিথ্যা, অসত্য ও ভুয়া তবে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে না উঠতে ও বিকাশে কঠিন অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বদমতলবজাত রাজনৈতিক প্রচারণা।

সুতরাং, বলশেভিক পার্টি একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

শাহআলম

সদস্য-

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

www.icwfreedom.org

e-mail:icwfreedom@gmail.com

Mobile: 88+0171-5345-006.

ঢাকা-২৫শে জুলাই,২০২০।

অনুবাদ- ১৫ অক্টোবর, ২০২০।